ডাকসুর ভাগ্য নির্ধারণ আজ! উত্তপ্ত ক্যাম্পাস

মীর মোহাম্মদ জসিম/ মোতাহার হোসেন

প্রকাশিত: ০০:২৫, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫; আপডেট: ১১:১৬, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

১৯৯১ সালের পর বাংলাদেশ পূর্ণ গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে আসে। কখনো বিএনপি আবার কখনো আওয়ামীলীগ ক্ষমতার মসনদে ছিলো। ১০ বছর ছাড়া বাকী সময় আওয়ামীলীগের হাতেই ছিলো দেশের শাসনভার। কিন্তু কোন এক অজানা কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদসহ (ডাকসু) দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ^বিদ্যালয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

এমনকি সর্বশেষ ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন প্যানেল থেকে। কারচুপির এ নির্বাচনে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান রাত সাড়ে তিনটায় ফলাফল ঘোষণা করেন যা সর্ব মহলে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

×

ক্যাম্পাস বিশ্লেষকরা বলছেন, যে সরকার ক্ষমতায় থাকবে সে সরকারের নিয়ন্ত্রিত ছাত্র সংগঠন নির্বাচনে ভরাডুবির আশঙ্কায় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সবমসয় অনীহা প্রকাশ করে আসছিলো।

তবে এবারের ডাকসু নির্বাচনের প্রেক্ষাপট একেবারেই আলাদা। স্বাধীনতার পর এই প্রথমবারের মতো ক্যাম্পাস এবং হল একক কোন ছাত্র সংগঠনের নিয়ন্ত্রনে নেই। সেই কারণে এবারের ডাকসু নির্বাচন অন্যান্য সকল নির্বাচন থেকে আলাদা এবং সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রত্যাশা ছিলো ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের। এমনকি সারা দেশের সচেতন জন সাধারণের মধ্যেও ডাকসু নির্বাচন নিয়ে কৌতুহল লক্ষনীয়।

কিন্তু হঠাৎ করে নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ থেকে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রার্থী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এস এম ফরহাদের নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ নিয়ে প্রার্থিতার বৈধতা বিষয়ে গত ২৮ আগস্ট রিট করেন ডাকসু নির্বাচনের এক প্রার্থী।

×

গত সোমবার হাইকোর্ট আগামী সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ডাকসু নির্বাচন স্থগিত করে দেয়। এক ঘন্টা পর চেম্বার আদালত হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করে দেয়। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করা আবেদনটি আজ বুধবার আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

ফলে ডাকসু নির্বাচন হবে কি হবে না তা নির্ভর করছে বুধবারের আদালতের আদেশের উপর। এতে উদ্বিগ্ন নির্বাচনে অংশ নেয়া ১০টি প্যানেলের প্রার্থীরা। তবে প্রার্থী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা ঘোষণা দিয়েছেন যে কোন মূল্যে তারা ডাকসু নির্বাচন চান। তারা বিশ^াস করেন আদালত ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মেজাজ বুঝেই রায় দিবেন। এবং আগামী ৯ তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিবেন।

অন্যদিকে রিট আবেদন করা ছাত্রীকে গণ ধর্ষণ করতে ফেসবুকে পোস্ট করে এক ছাত্র। ফেসবুকের এ পোস্টকে কেন্দ্র করে বিশ^বিদ্যালয় ক্যাম্পাস হয়ে উঠেছে উত্তপ্ত। ছাত্রদল দাবি করেছে পোস্টদাতা সরাসরি ছাত্র শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। এতেই থেমে থাকেনি ছাত্রদল। সংগঠনটি এ পোস্টকে কেন্দ্র করে ঢাকা

বিশ^বিদ্যালয়সহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে।

অন্যদিকে ছাত্র শিবির দাবি করেছে পোস্টদাতা তাদের সংগঠনের কেউ না। ছাত্র শিবিরও গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর শাহবাগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

ছাত্রদল এবং শিবিরের এমন পাল্টাপাল্টি অবস্থানের ফলে উত্তপ্ত ক্যাম্পাসে ভয়ের মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা চায় সুষ্ঠু এবং সুন্দর পরিবেশে ডাকসু নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হোক। এতে বিগত দিনের শিক্ষার্থীদের গণরুমে রেখে জোর করে মিছিলে নেওয়া, হলের গেস্টরুম বা অতিথিকক্ষে আদবকায়দা শেখানোর নামে নির্যাতন, হল থেকে বের করে দেওয়া এবং ছাত্রনেতাদের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির অবসান হবে বলে তাদের বিশ^াস।

ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী কাউসার আহমেদ বলেন, বর্তমানের ক্যাম্পাসের পরিস্থিতিতে আমরা আতঙ্কিত। তবে আমরা চাই যে কোন উপায়ে ডাকসু নির্বাচন।

”অনেকদিন পর ক্যাম্পাসকে সুন্দরভাবে সাজানোর একটি সুযোগ এসেছে। এ সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে গেলে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়

ক্যাম্পাসে পড়াশুনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে। একমাত্র ডাকসু নেতৃত্বই পারে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অধিকারের জন্য লড়তে। সুতরাং ডাকসু নির্বাচনের কোন বিকল্প নাই।”

×

ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক কাজী মাহবুবুর রহমান জনকন্ঠকে বলেন, ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ডাকসু নির্বাচনের কোন বিকল্প নাই। অতীতের কোন উদাহরণ না টেনে প্রতিবছর ডাকসু নির্বাচন হলে ক্যাম্পাসের পরিবেশ সুন্দর হবে বলে তিনি বিশ^াস করেন।

”নির্বাচনের বিষয়টি এখন আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করছে। ক্যাম্পাসের শিক্ষক, শিক্ষার্থী সবাই উদ্বিগ্ন। আমি আশা করি আদালতের রায়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন হবে।”

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, পঞ্চাশের দশকে ডাকসু ও হল সংসদের নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহশিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কাজগুলোতে নেতৃত্ব দিতো। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, আন্তহল নাট্য প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা খুবই জনপ্রিয় ছিল। ষাটের দশকেও এসব চর্চা হতো। এমনিক বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নাটকের ক্ষেত্রে ডাকসুর অবদান অসামান্য। ডাকসুর তত্ত্বাবধানে নানা সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি হয়েছে। কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও

ক্রীড়াক্ষেত্রে এখানে একটা অনুশীলনের জায়গা আছে। সুতরাং ডাকসুকে সচল রাখতে হবে।

এদিকে ডাকসু নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেলে অন্যান্য বিশ^বিদ্যালয়ের উপর এর বিরুপ প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। তারা অন্যান্য বিশ^বিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ারও আশঙ্কা করছেন। সামগ্রিকভাবে আগামী নির্বাচনের উপরও প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করেন তারা।

ঢাবিতে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

এক নারী শিক্ষার্থী ও ডাকসু প্রার্থী বিএম ফাহমিদা আলমকে প্রকাশ্যে গণধর্ষণের হুমকির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ঢাবি শাখা ছাত্রদল। মঙ্গলবার ১২ টার দিকে ঢাবির পায়রা চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রেজিস্ট্রার বিল্ডিং এর সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। সমাবেশে ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস বলেন, ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রশাসন নিয়োগ হয়েছে সেই প্রশাসনকে আমরা সব সময় সহযোগিতা করে আসছি। সেই প্রশাসনকে দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বার বার স্মারকলিপি প্রদান করছি। এই রকম নারী নিপীড়নমূলক কথা বার্তা মেয়েদের নিয়ে সব সময় চলে আসছে। কিন্তু প্রশাসন দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়নি। আলী হোসেন কর্তৃক গণধর্ষণের হুমকির দায় এই প্রশাসন এড়াতে পারে না।

ডাকসু নির্বাচন কমিশন নিয়ে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ডাকসু চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তাকে ৭ টি অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাই নি। নির্বাচন আচরণবিধি বার বার লঙ্ঘনের পরও দৃশ্যমান কোন পদক্ষেপ দেখছি না।
তবু ডাকসুর স্বার্থে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে আমার এই প্রশাসনকে সহযোগিতা করার ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাবো।

ডাকসু নির্বাচনের ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ৫ আগস্টের পরবর্তী সময়ে আমাদের নারী বোনদেরকে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের শিকার হতে হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে অনলাইনে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে আমরা দেখেছি নারী হেনস্থাকারীদের যখন জেল থেকে ছাড়ানো হলো, তখন একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী তাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেছে, যা একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। এরই ফলশ্রুতিতে গত সোমবার আলী হুসেন নামে এক শিক্ষার্থী তার মেয়ে সহপাঠীকে গণধর্ষণের পদযাত্রার হুমকি দিয়েছে। অথচ, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং ঢাবি প্রশাসন তার বিরুদ্ধে এখনো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

শিবিরের বিক্ষোভ সমাবেশ

শাহবাগে বিক্ষোভ মিছিল শেষে ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল নূরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, ‘আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি অভ্যুত্থান-পরবর্তী জুলাইয়ের আকাঙ্খা ছাত্রসংসদ নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা করছে একটি গোষ্ঠী। বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ছাত্রসংসদের তফসিল ঘোষণায় একটি পক্ষের আতে ঘাঁ লেগেছে। তারা ছাত্রসংসদ নির্বাচন বন্ধে কালো থাবা মারার চেষ্টা করছে।’

তিনি বলেন, আপনাদের যদি ছাত্রবান্ধব কর্মসূচি না থাকে, তাহলে আমাদের বলুন আমরা তৈরী করে দেব। ছাত্রদল তাদের সভা-সমাবেশে ছাত্রশিবিরকে নিয়ে বিষোদগার না করে ছাত্রদের অধিকার নিয়ে কথা বলুক। ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও ট্যাগিং বাদ দিয়ে গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করার আহ্বানও জানান তিনি।

গতকাল মঙ্গলবার ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র, নারী হেনস্থা, চবি ও বাকৃবিতে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা এবং ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে অব্যাহত মিথ্যাচারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ তিনি এমন মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, ‘দেশের বাইরে থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করার অপচেষ্টা চলছে। প্রশাসনও তাদের ইশারায় চলছে। ইতোমধ্যে

ডাকসু নির্বাচন বন্ধে তারা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছে, যা এক গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত ট্যাগিং, সাইবার বুলিং করা হচ্ছে। বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিতভাবে অশ্রাব্য ভাষায় হেনস্থা করা হচ্ছে।'

তিনি অভিযোগ করেন, 'ছাত্রদল সেই সংগঠন, যাদের হাতে ২০০২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে নারী শিক্ষার্থী নির্যাতন, শামসুন নাহার হলে নারী শিক্ষার্থী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। তাদের হাতেই জীবন দিতে হয়েছে বুয়েটের মেধাবী নারী শিক্ষার্থী সনিকে। অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে অন্তত ৩০টি ধর্ষণের সঙ্গে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা জড়িত ছিলেন।

তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪ প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্পাদক বি এম ফাহমিদা আলমকে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সোমবার রাতে তিন সদস্যের এ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।
কমিটিকে সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে দ্রুত প্রতিবেদন জমাদানের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হলেন- সহকারী প্রক্টর মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার, সহকারী প্রক্টর শেহরীন আমিন ভূঁইয়া ও সহকারী প্রক্টর মো. রেজাউল করিম সোহাগ।

ঢাবির হলে বহিরাগতদের অবস্থানে নিষেধাজ্ঞা

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে গতকাল থেকে বৈধ শিক্ষার্থী ছাড়া কাউকে অবস্থান না করার নির্দেশনা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর চীফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ বিষয়ে জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও

হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে অদ্য ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে বৈধ শিক্ষার্থী ব্যতিত কোন বহিরাগত/ অতিথি অবস্থান করতে পারবে না।

শাস্তি দাবি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের

ডাকসু নির্বাচনে শিবির প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা নিয়ে হাইকোর্টে রিট করা ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকি দেওয়া ছাত্রের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মধুর ক্যান্টিনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান শিক্ষক নেটওয়ার্কের সদস্যরা। এসময় প্রশাসনের কাছে ১৩ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়।